সংবাদ

তারিখ: ২৩ APR 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা দরকার

গত সোমবার প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে। গত সাত বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতেরও বেশি শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ বা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। নইলে আত্মহত্যার সংখ্যা হয়তো আরও বাড়ত। দেশে প্রতিনিয়ত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলেও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির খবর বেশি উদ্বেগজনক। বেশকিছু মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক সংকটে পড়ে মানুষ আত্মহত্যা করে বলে বিশেষজ্ঞরা জানান, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অর্জন করে তারা উল্লিখিত সংকট মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক সক্ষম হবে- এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের মানসম্মত শিক্ষা এবং শিক্ষকদের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জন করার কথা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাই বইনির্ভর এবং সিংহভাগ শিক্ষক কোনরকমে শ্রেণী কক্ষে গিয়ে তার দায়িত্ব সারার চেষ্টা করেন। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা বড় বড় সনদ অর্জন করলেও তাদের মনোজগত ছোটই থেকে যায়। মনোজগত ছোট হওয়ায় তারা অনেক সাধারণ সংকটেই আত্মহত্যা করে বসে। আবার অনেকে যথার্থ গাইড লাইন না পেয়ে সাধারণ সংকট থেকে জটিল সংকটে পতিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কারণ অজানা নয়। অনেকে আত্মহত্যা করার আগে নিজেরাই চিরকুটে সংকটের কারণ লিখে যায়। অনেকের সংকটের কথাটা পরে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিজনদের কাছ থেকে জানা যায়। সাধারণ মানবিক সম্পর্কে টানাপড়েন, ব্যক্তি জীবনে হতাশা, আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় প্রভৃতি কারণে এসব শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। এ কারণগুলো যদি আগে জানা যেত, তারা সংকটগুলো নিয়ে যদি কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারত তবে হয়তো অনেকেই আত্মহত্যার পথে পা বাড়াত না, সংকট মোকাবিলার শক্তি অর্জন করত। শিক্ষার্থীদের মনের কথা জানার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাউন্সিলিং ব্যবস্থা থাকা উচিত। আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়লে এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিং চালুও করা হয়, তবে সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। আর কাউন্সিলিং চালু করা হলেও একে পুরোপুরি সফল করা যায়নি।

প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলিং চালু করা জরুরি। কাউন্সিলিং করাতে হবে প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে। অনেক শিক্ষার্থীরই কাউন্সিলিং সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না। কাউন্সিলিং নিলে অন্য সহপাঠীদের চোখে নিজেকে সমস্যাগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে- এমন ধারণাও পোষণ করে অনেকে এ থেকে দূরে থাকে। কাউন্সিলিং সম্পর্কে ইতিবাচক প্রচার চালিয়ে এসব সমস্যা দূর করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধারণা দৃঢ়মূল করা জরুরি যে, কাউন্সিলিংয়ে গেলে তার সমস্যা সমাধানের পথ মিলবে এবং তার কথাগুলো গোপন থাকবে।